

STUDY MATERIAL : PART-4

CBCS

B.A. Philosophy Honours , 6th Semester

BAHPHILC601 (Philosophy in the Twentieth Century : Indian)

প্রশ্ন: গান্ধীজীর মতে, সত্যগ্রহ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে পার্থক্য কি? Q.M.-6

উত্তর: গান্ধীজীর মতে, সত্যগ্রহ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল নিম্নরূপ:

১। সত্যগ্রহ কোন নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়, ইহা উগ্রতার চেয়েও সক্রিয়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে উগ্রতার সম্ভাবনা থাকে, সত্যগ্রহের মধ্যে তা থাকে না।

২। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে অপরক হয়রান করার উপাদান থাকে, কিন্তু সত্যগ্রহের মধ্যে তা থাকে না।

৩। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে আইন অমান্য করা হয়, কিন্তু সত্যগ্রহে সত্যতার নিয়ম এবং ঈশ্বরকে কঠোরভাবে মান্য করা হয়।

৪। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে প্রেমের কোন স্থান নেই, সত্যগ্রহে ঘৃণার কোন স্থান নেই।

৫। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অপরকে কোন কিছু করতে বাধ্য করে, সত্যগ্রহ অপরের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে।

প্রশ্ন: শ্রীঅরবিন্দের ‘অখণ্ড যোগ’ এবং পতঞ্জলের ‘যোগ’ এর মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? Q.M.-6

উত্তর: শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড যোগ পতঞ্জলের যোগ থেকে নানাদিক থেকে পৃথক। এই পার্থক্যগুলি হল:-

প্রথমত: শ্রীঅরবিন্দের যোগ সমন্বয় হল ফলের সমন্বয়। আর পতঞ্জলের যোগ সমন্বয় হল পদ্ধতির সমন্বয়।

দ্বিতীয়ত: পতঞ্জলের মতে ঈশ্বর উপলব্ধির একমাত্র উপায় আত্ম-উপলব্ধি আর এটাই চরম লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে ব্যক্তির আত্ম-উপলব্ধি বিশ্বচেতনার উপলব্ধির থেকে নিম্নমানের।

তৃতীয়ত: পতঞ্জলের মতে, আত্ম উপলব্ধিতে তুরীয় অবস্থায় কোন বিষয়ের চেতনা থাকে না। এটি অন্য তিনটি চেতনার নিম্ন অবস্থা, যথাক্রমে জাগ্রত, স্বপ্নময় এবং স্বপ্নহীন অবস্থা থেকে পৃথক। যখন কোন ব্যক্তি তুরীয় চেতনার অবস্থা থেকে জেগে ওঠে এবং ফিরে আসে জাগ্রত অবস্থায়, তার সমাধি ভেঙ্গে যায়। তখন আত্মা মানসিক অবস্থার দ্বারা নিজেকে চিহ্নিত করে। তাই আত্ম-উপলব্ধি কেবল সম্ভব সমাধির অবস্থাতেই। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে সমাধি চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অপরিহার্য নয়। যেটা অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহল জাগ্রত চেতন্যের রূপান্তর। এটা ছাড়া যোগ কখনো চরম ফল প্রদান করতে পারে না।

চতুর্থত: পতঞ্জল ও অন্যান্য যোগ শিক্ষাগুরুরা একথাই বলে আসছেন শুদ্ধ চেতনার অবস্থায় উত্তরণই ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, যোগ ব্যক্তিকে তৈরী করে উপরের দিব্য চিৎশক্তিকে গ্রহণের উপযোগী করে, মানুষকে হতে হবে দিব্য শক্তিকে গ্রহণের আধার মাত্র। এর জন্য নিজের ‘আমিষ্ব’কে সম্পূর্ণ বর্জন করাই প্রাথমিক পদক্ষেপ।